এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা // সংখ্যা ১৩০ : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ // রেজি নং-২৪-৮৭

৮৫০ মিটার দীর্ঘ শেখ হাসিনা তিস্তা সেতু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রংপুরের গঙ্গাচড়ায় তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত 'শেখ হাসিনা তিস্তা সেতু' ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে তিতাস নদীর ওপর নির্মিত 'শেখ হাসিনা তিতাস সেতু' উদ্বোধন করেন

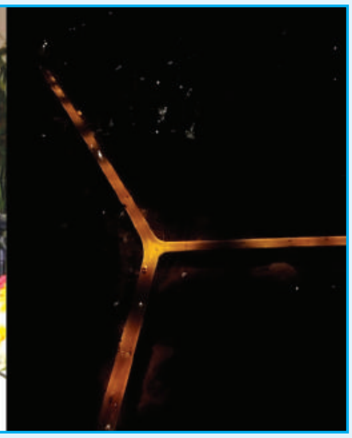

৭৭১ মিটার দীর্ঘ শেখ হাসিনা তিতাস সেতুর রাত্রিকালীন দৃশ্য

তিস্তা ও তিতাস নদীর ওপর নির্মিত সেতু উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

উত্তরাঞ্চলীয় জেলা লালমনিরহাট ও রংপুরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত 'শেখ হাসিনা তিস্তা সেতু' এবং পূর্বাঞ্চলীয় জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় তিতাস নদীর ওপর নির্মিত 'শেখ হাসিনা তিতাস সেতু' যান চলাচলের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ দুটি জেলার জনপ্রতিনিধি এবং সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সেতু দুটি উদ্বোধন করেন। এ সময় রংপুরের গঙ্গাচড়া প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপিসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণ।

অপরদিকে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন ক্যাপ্টেন (অব.) এ বি তাজুল ইসলাম, এমপি, ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন, এমপি, ফয়জুর রহমান, এমপি, এলজিইডি ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং বাঞ্ছারামপুর ও পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা জেলার হোমনা ও মুরাদনগর এলাকার জনসাধারণ। এ উপলক্ষে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তিস্তা ও তিতাস নদীর ওপর নবনির্মিত সেতু দুটি এসব এলাকার দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা, চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষ নৌকায় ভোট দিলেই কেবল উন্নয়নের দেখা পায় এবং এটা এখন প্রমাণিত যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই শুধু দেশের উন্নতি হয়।

শেখ হাসিনা তিস্তা সেতু প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেতুটি নির্মাণের ফলে ঢাকার সঙ্গে লালমনিরহাটের দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার কমে আসবে। ব্যবসা বাণিজ্য বাড়বে এবং এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে। তিনি আরও বলেন, একসময় রংপুর ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর এখন কোথাও আর 'মঙ্গা' শব্দটি শোনা যায় না। উত্তরবঙ্গের মানুষ 'মঙ্গা' শব্দটি ভুলেই গেছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ৮৫০ মিটার দীর্ঘ ও ৯ দশমিক ৬ মিটার প্রস্থের 'শেখ হাসিনা তিস্তা সেতু' নির্মাণ করেছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১২৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। ১৭ স্প্যানের এই সেতু নির্মাণের ফলে বুড়িমারি স্থলবন্দর হয়ে ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে সড়কপথে যাতায়াত দ্রুততর হবে। সেতুটি এলাকার কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পর্যটন ও আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে গতি সঞ্চার করবে।

একই সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর ও কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার তিতাস নদীর ত্রিমোহনায় নির্মিত দেশের প্রথম ওয়াই আকৃতির 'শেখ হাসিনা তিতাস সেতু' চালু হওয়ার ফলে বাঞ্ছারামপুর, হোমনা ও মুরাদনগর উপজেলার যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। এ সেতু প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেতুটি নিয়ে তিন উপজেলার মানুষের মধ্যে বিতর্ক ছিল। সবাইকে ডেকে সেতুর ডিজাইন পরিবর্তন করে বলা হলো, বাঞ্ছারামপুর থেকে সেতুর একটা অংশ চলে যাবে মুরাদনগরের দিকে আরেকটা অংশ চলে যাবে হোমনার দিকে। তাহলে সেতুটি দেখতেও অন্যরকম হবে। সেভাবেই সেতুটি নির্মাণ করা হয়, যা এখন ওয়াই সেতু নামে পরিচিতি পেয়েছে।

সেতুটি নির্মাণের ফলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা জেলার হোমনা ও মুরাদনগরের সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। হোমনা উপজেলা থেকে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়ক হয়ে কুমিল্লার সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ০২

সম্পাদকীয়

ডেল্টা প্ল্যান ২১০০: উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের সোপান

পরিকল্পিত অর্থনীতির সুফল পাচ্ছে বাংলাদেশ। বাড়ছে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মাথাপিছু আয়। মূল্যস্ফীতি রয়েছে নিয়ন্ত্রণে। সেইসঙ্গে সামাজিক খাতেও ব্যাপক অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাতের ফলে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাবের আশংকা ক্রমশ বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে দেশকে কীভাবে টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়া যায়, তা বিবেচনায় রেখে গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' অনুমোদিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার এ মহাপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করেছে। পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং চরম দারিদ্র্য দূরীকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনে গৃহীত পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করবে ডেল্টা প্ল্যান ২১০০।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের উন্নয়নে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন। তিনি একবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সুযোগ পেলে নেদারল্যান্ড ঘুরে আসতে বলেছিলেন। কারণ বাংলাদেশের মতোই নদীর দেশ নেদারল্যান্ড। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকবার নেদারল্যান্ড ভ্রমণ করেন। সেখানকার পানি ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা তাঁকে আকৃষ্ট করে। সে আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাটি গৃহীত হলো। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে পানি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে টেকসই করা হবে। এই পরিকল্পনায় দেশব্যাপি ঝুঁকি বিবেচনায় ছয়টি হটস্পট চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব হটস্পটে ৩৩ ধরণের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। হটস্পটগুলো যথাক্রমে, উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং নগর অঞ্চল। ডেল্টা পরিকল্পনা প্রণয়নে অঞ্চলভিত্তিক পানি বিজ্ঞান ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। ডেল্টা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে গঠন করা হবে ডেল্টা তহবিল। এই তহবিলের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত তহবিল এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে (পিপিপি) বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এলজিইডি ১৯৯৫ সাল থেকে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে, যা ডেল্টা প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। জাতীয় পানি নীতির আলোকে এলজিইডি এক হাজার হেক্টর পর্যন্ত কমান্ড এরিয়ায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে– খাল ও পুকুর পুনর্খনন, রাবার ড্যাম, সেচনালা, বাঁধ, স্লুইসগেট, রেগুলেটরসহ বিভিন্ন ধরণের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ। ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টি উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্যে স্বনির্ভরতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের বিশেষ অবদান রয়েছে । নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য কমানো এই কার্যক্রমের বিশেষ উদ্দেশ্য।

জলবায়ু সহিষ্ণু ও টেকসই অবকাঠামো গড়ে তুলতে এলজিইডি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর অংশ হিসেবে উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে আসছে। এতে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমে এসেছে। জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নেও কাজ করছে। এলজিইডি টেকসই উদ্ভাবনী মডেল এবং মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ডের সহায়তায় 'ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার' (ক্রিলিক) শিরোনামে একটি গবেষণা কেন্দ্র গড়তে যাচ্ছে। যুগপৎভাবে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতিতে কীভাবে টেকসই পল্লি অবকাঠামো গড়ে তোলা যায় সে লক্ষ্যে ডিএফআইডির 'রিসার্চ ফর কমিউনিটি এক্সেসেস পার্টনারশীপ' (রিক্যাপ) শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রমও পরিচালনা করছে এলজিইডি। একই সঙ্গে, ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রামের আওতায় দুর্যোগ ও জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো গড়ে তুলতে এলজিইডির রয়েছে বিশেষ কার্যক্রম।

পানি সম্পদ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ও জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণে ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাংলাদেশের জন্য সোপান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর সফল বাস্তবায়ন উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথ আরও সুগম করবে। এলজিইডি মনে করে, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এর সফল বাস্তবায়নে এই সংস্থার কাজের পরিধি আরও বাড়বে এবং অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

তিস্তা ও তিতাস সেতু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাঞ্ছারামপুর উপজেলা সদরের সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরের দূরত্ব প্রায় ১২ কিলোমিটার এবং হোমনার সঙ্গে কুমিল্লা শহরের দূরত্ব ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার কমে এসেছে। একই সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের গাউছিয়া ও ঢাকার পূর্বাচল হয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সঙ্গে মুরাদনগর উপজেলার দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তত্ত্বাবধানে ৭৭১ মিটার দীর্ঘ এবং ৮ দশমিক ১০ মিটার প্রস্থের 'শেখ হাসিনা তিতাস সেতু' নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৯৯ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

গণভবনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান বক্তব্য রাখেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোঃ নজিবুর রহমান অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

উল্লেখ্য, উভয় সেতুতে পথচারিদের জন্য ফুটপাত, রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্য বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। নিরাপদ নৌযান চলাচলের জন্য সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত উচ্চতা। রয়েছে সংযোগ সড়ক। স্থানীয় জনগণের অবকাশ বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে সেতু দুটি।

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ঐ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন হার ছিল শতকরা ৯৯.৬০ ভাগ, যা এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। আগামীতে এ সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। গত ১৭ জুলাই ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, এলজিইডির প্রতি সরকার ও অন্যান্য সংস্থাগুলোর আস্থা ক্রমশ বাড়ছে। নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা ও উদ্ভাবন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। গতবছরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে যেসব স্কিম হাতে নেওয়া হচ্ছে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করার ওপর প্রধান প্রকৌশলী গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত সড়কের সংজ্ঞা ও সড়ক ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে কাজ করতে হবে। দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, মাঠ পর্যায়ের ল্যাবরেটরিগুলোর কার্যকারিতা খতিয়ে দেখতে হবে। সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সিনিয়র কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শনের নির্দেশনা দেন তিনি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঠিকাদারদের আরও দায়িত্বশীল করতে হবে। যথাযথভাবে চুক্তি ব্যবস্থাপনা করতে হবে যাতে নির্ধারিত সময়ে মানসম্মত কাজ বাস্তবায়ন করা যায়।

সংস্থার সার্বিক শৃংখলা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহবান জানান। প্রধান প্রকৌশলী আরও বলেন, হাওরে রাস্তা বা সেতু নির্মাণের পূর্বে হাইড্রোলজিক্যাল সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। জলাশয় বা হাওরের জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকেও এ বিষয়ে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ০৬

ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর ওপর মতবিনিময়

অব্যাহত উন্নয়ন অভিযাত্রায় দেশজ মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)-এর সভায় গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ অনুমোদিত হয়। এ পরিকল্পনা অনুমোদনের পূর্বে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময়ের অংশ হিসেবে গত ১৬ আগস্ট ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম। তিনি বলেন, এটি একশ' বছর মেয়াদি এক সমন্বিত ও সুসংহত মহাপরিকল্পনা। এ মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন বাংলাদেশের পানি, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত, পরিবেশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। ড. শামসুল আলম আরও জানান, এ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ২৬টি গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে। বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করে প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে এ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শামসুল আলম মতবিনিময় সভায় ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০-এর খসড়ার ওপর বক্তব্য রাখছেন

আরও জানান, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা, সামগ্রিক সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কাজ করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের ফোরাম গঠন করা হবে। এ কাউন্সিল ডেল্টা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। এ পরিকল্পনায় বাংলাদেশকে ৬টি হটস্পটে ভাগ করা হয়েছে; এগুলো হলো- উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং নগর অঞ্চল। এসব হটস্পটে ৩৩ ধরণের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা রয়েছে। ডেল্টা পরিকল্পনায় হটস্পটগুলোর সমস্যা সমাধানে বেশ কিছু কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ০৫

এনআরপি ইনসেপশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ইউএনঅপস এর বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টেফান কোহ্লার

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি): গবেষণা, আর্ট অব টেকনোলজি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে টেকসই অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে

- প্রধান প্রকৌশলী

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এ চ্যালেঞ্জগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। গবেষণা, আর্ট অব টেকনোলজি এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চায় এলজিইডি। এর কৌশল নির্ধারণে জাতিসংঘের ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) এলজিইডিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। গত ১৬ জুলাই ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এলজিইডি অংশ) ইনসেপশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এসব কথা বলেন। প্রধান প্রকৌশলী আরও বলেন, বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও এখানে রয়েছে ভৌগলিক বৈচিত্র্য। তিনি উল্লেখ করেন, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এ বাংলাদেশকে ছয়টি হটস্পটে ভাগ করা হয়েছে। একেকটি অঞ্চলের চ্যালেঞ্জ একেক রকম; যেমন, উত্তরাঞ্চল খরাপ্রবণ, দক্ষিণাঞ্চল জলবায়ু ঝুঁকি ও দুর্যোগপ্রবণ এবং হাওর অঞ্চল বন্যাপ্রবণ। তিনি উল্লেখ করেন, ভৌগলিক বৈচিত্র্যের কারণে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে এলজিইডি একক কোনো মডেল অনুসরণ করতে পারে না। আঞ্চলিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে অবকাঠামো উন্নয়নে ডিজাইন প্রণয়ন করতে হয়। তিনি সম্প্রতি কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, দুর্যোগ, বন্যা বা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নির্মিত অবকাঠামো যেমন- বাঁধ, ব্রিজ এপ্রোচ ইত্যাদি হুমকির মুখে পড়ছে। দেশব্যাপী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক করণীয় নির্ধারণ জরুরি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইউনাইটেড নেশনস্ অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনওপিএস) বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টেফান কোহ্লার বলেন, ইউএনঅপস বাংলাদেশ সরকারকে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। তিনি উল্লেখ করেন, ধারাবাহিক উন্নয়ন ও এসডিজির লক্ষ্যপূরণে টেকসই অবকাঠামোর কোনো বিকল্প নেই। তিনি উল্লেখ করেন, সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কের ৪টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ের আলোকে এনআরপি তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জাপানের সেন্দাইয়ে জাতিসংঘের তৃতীয় সম্মেলনে ১৮ মার্চ ২০১৫ সালে 'সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ২০১৫-৩০' ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। তিনি বলেন, এনআরপি একটি সমন্বিত কর্মসূচি যা অন্যান্য কর্মসূচির লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করবে। টেকসই ও জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণে পৃথিবীব্যাপী যেসব ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতা রয়েছে এনআরপি বাস্তবায়নে তা কাজে লাগানো হবে। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ জানান, এনআরপি একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প যার আওতায় এলজিইডির অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সক্ষমতা, পরিকল্পনা, ডিজাইন ও কমপ্লায়েন্স এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং এলজিইডি সমন্বিতভাবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এনআরপির প্রকল্প পরিচালক মোঃ জসিম উদ্দিন এবং এনআরপি-ইউএনঅপস এর টিম লিডার জয়া জোকোসালেম এ কর্মসূচির এলজিইডি অংশের ওপর দুটি উপস্থাপনা করেন। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য- ঝুঁকিমুক্ত, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডারবান্ধব টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন। ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্য-৬; নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, লক্ষ্য-৯; শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো এবং লক্ষ্য-১১ টেকসই নগর ও জনপদ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তার অংশ হিসেবে এলজিইডি অংশে ব্যয় হবে ২৬.৩৪ কোটি টাকা। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) ও সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ২৩.৭২ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার ২.৭৩ কোটি টাকা অর্থায়ন করবে। কর্মসূচিটি ২০১৮ এর জানুয়ারিতে শুরু হয়েছে, যা মার্চ ২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস প্রোগ্রাম

৯ম পৃষ্ঠার পর

পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ যত সহজ, সেতু/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ তত সহজ নয়। তিনি বলেন, অধিকতর সর্তকতার সঙ্গে স্কিমগুলো নির্বাচন করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সেতু) মোঃ আল্লাহ হাফিজ বলেন, এ প্রোগ্রামের আওতায় প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত কতগুলো সূচক রয়েছে যেগুলোকে ডিজবার্সমেন্ট লিংকড ইনডিকেটর (ডিএলআই) বলা হয়। এসব সূচকের শর্তসমূহ পূরণ করে প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। আরটিআইপি-২-এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ এনামুল হক বলেন, এ প্রোগ্রামের আওতায় ছোট, মাঝারি ও বড় সেতু/কালভার্টগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে নতুন সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। তিনি আরও জানান, প্রথম বছর প্রচলিত নিয়মে এবং পরবর্তী বছর থেকে ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে স্কিমগুলো নির্বাচন করা হবে। দেশের ৬১ জেলায় সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস প্রোগ্রামটি ৫০০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত এ প্রোগ্রামটির বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করবে।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এম. শামীম জেড. বসুনিয়া

অবকাঠামো উন্নয়নে কংক্রিটের ব্যবহার: আগামীর ভাবনা

অবকাঠামো উন্নয়নে কংক্রিট ব্যবহারে যত্নশীল হতে হবে। এমন কংক্রিট ব্যবহার করতে হবে যাতে টেকসই ও মানসম্মত অবকাঠামো নির্মাণ করা যায়। ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণের সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কংক্রিটের গ্রেড নির্ধারণ করতে হবে। গত ৩ জুলাই ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে অবকাঠামোগত কাজে কংক্রিট ব্যবহারে এলজিইডির বর্তমান অনুশীলন ও আগামীর ভাবনা শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এসব কথা বলেন। স্বাগত বক্তব্যে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, এলজিইডি দেশব্যাপী অবকাঠামো নির্মাণ করছে। এসব অবকাঠামোর স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে কংক্রিট মানের ওপর। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল কংক্রিট ব্যবহারে এলজিইডির বর্তমান অনুশীলন সম্পর্কে ধারণা বিনিময় এবং নিরাপদ ও টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে অধিকতর উন্নত কংক্রিটের ব্যবহার বিষয়ে মতামত গ্রহণ। প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এম. শামীম জেড. বসুনিয়া বলেন, এলজিইডিকে কংক্রিট ব্যবহারে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। মানসম্মত কংক্রিট অবকাঠামোকে নিরাপদ ও টেকসই করে। ভালো কংক্রিটের জন্য সিমেন্টের রসায়নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছয় ধরণের উপকরণ দিয়ে সিমেন্ট তৈরি হয় এবং এর অনুপাতের পার্থক্য হলে কংক্রিটের মান ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে। স্পেসিফিকেশন, গ্রেডেশন এবং পানির পরিমাণ ও স্ট্রেংথ বিবেচনায় রেখে কংক্রিট ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নূর ফিক্সড মিক্সিং প্ল্যান্টের পরিবর্তে মোবাইল মিক্সিং প্ল্যান্ট ব্যবহারের পরামর্শ দেন। কংক্রিট নির্মাণের সময় প্রাকৃতিক বালু ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, কংক্রিটের মান নিশ্চিত করতে কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যাসিউরেন্স প্ল্যান দরকার। তিনি কংক্রিটের স্থায়িত্বের ব্যাপারে যথাযথ কিউরিং-সহ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দেন। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মোঃ তারেক উদ্দীন বলেন, সিমেন্টের গুণগত মান পরীক্ষা এবং মিক্স ডিজাইন সূচকগুলো নির্ধারণ করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, কেমিক্যাল অ্যাডমিক্সচার ভালো উপকরণ এবং উপকূলীয় এলাকার জন্য কম্পোজিট সিমেন্ট সবচেয়ে উপযোগী। তিনি সুপারিশ করেন, উপকূলীয় এলাকার অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কাজ করতে পারে।

কর্মশালায় 'এলজিইডি প্রাকটিস: কংক্রিট কাজের দুর্বলতা', 'রিসার্চ অন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট রি-ইনফোর্সড কংক্রিট স্ট্র্যাকচার ইন দ্য মেরিন এনভায়রনমেন্ট অব বাংলাদেশ' এবং 'ট্রেনিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল মেজারস্ অন কংক্রিট ওয়ার্ক' সংক্রান্ত আলাদা তিনটি উপস্থাপনা করা হয়। কর্মশালায় এলজিইডির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশ নেন।

ডেল্টা প্ল্যান ২১০০

৩য় পৃষ্ঠার পর

এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বন্যার ঝুঁকি কমাতে নদীর নাব্য তথা পানিধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি নদীগুলোকে স্থিতিশীল রাখা; পর্যাপ্ত পরিমাণ ও মানসম্মত স্বাদু পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা; নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা এবং নদীগুলোতে নিরাপদ নৌপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা; হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকার উপযোগী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এ পরিকল্পনার আওতায় আপাততঃ ২০৩০ সালের মধ্যে ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এর মধ্যে ৬৫টি অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন, উৎকর্ষ বাড়ানো ও গবেষণা সম্পর্কিত। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থায়ন করবে বাংলাদেশ সরকার, গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড, উন্নয়ন সহযোগী, বিদেশি সংস্থাসমূহের সরাসরি বিনিয়োগ এবং দেশের বেসরকারি খাত। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সফল বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও পানি সম্পর্কিত অংশীজনদের পরামর্শের ভিত্তিতে স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- জিইডি, ওয়ারপো, বাপাউবো, হাওড় এবং জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, এলজিইডি, বন বিভাগ, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা, ওয়াসা, নবগঠিত স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত সকল বিশেষায়িত সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে আন্তঃসীমান্ত সংলাপের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ ডেল্টা পরিকল্পনার ওপর বিস্তারিত উপস্থাপনার জন্য ড. শামসুল আলমকে ধন্যবাদ জানান।

এ সময় এলজিইডির কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (সিসিআরআইপি) এবং সাসটেইনেবল স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসএসএসডব্লিউআরডিপি) এর ওপর দুটি উপস্থাপনা করা হয়। নেদারল্যান্ড সরকার ও বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছে। মতবিনিময় সভায় এলজিইডির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশ নেন।

অবসরে গেলেন এলজিইডির দুই অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

ইফতেখার আহমেদ

নূরমোহাম্মদ

অবসরে গেলেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ইফতেখার আহমেদ। গত ২১ জুলাই ২০১৮এ তিনি তাঁর সরকারি কর্মজীবন সমাপ্ত করেন। ইফতেখার আহমেদ ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডিতে যোগদান করেন। মাঠপর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশলী ও জেলা পরিষদের সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৯২ সালের অক্টোবরে এলজিইডি সদর দপ্তরে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে উপ-প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইফতেখার আহমেদ ২০১২ সালের জুন মাসে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পান। তিনি দীর্ঘ ৩৫ বছর পেশাদারিত্ব ও কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

ইফতেখার আহমেদ ১৯৫৯ সালের ২২ জুলাই যশোর জেলার অভয়নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি এবং ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান প্লানিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দুই পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর সহধর্মিনী শামীমা আহমেদ একজন গৃহিণী ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী নূরমোহাম্মদ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এ সরকারি কর্মজীবন সমাপ্ত করেন। তিনি ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডিতে যোগদান করেন। তিনি মাঠপর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সহকারী প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে ২০০৭ এ এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদান করেন। নূরমোহাম্মদ এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০১২ সালের জুন মাসে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পান। তিনি ৩৪ বছরের অধিক সময় পেশাগত উৎকর্ষ ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

নূরমোহাম্মদ ১৯৫৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮২ সালে তৎকালীন রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি এবং ২০০০ সালে যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান প্লানিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি একপুত্র ও দুই কন্যার জনক। তাঁর সহধর্মিনী মেহের নিগার একজন গৃহিণী ।

এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রধান প্রকৌশলীর সঙ্গে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ইফতেখার আহমেদ ও নূরমোহাম্মাদ

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৩য় পৃষ্ঠার পর

তিনি ডিজাইন প্রণয়নের সময় নদীর নাব্য ও নৌযান চলাচলের বিষয় বিবেচনায় রেখে সেতুর স্প্যান নির্ধারণের পরামর্শ দেন। গত অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র উপস্থাপন করে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী নূরমোহাম্মদ বলেন, সংশোধিত এডিবি বরাদ্দ ছিল ১১,৮২৯.০৪ কোটি টাকা। ১৪৪টি বিনিয়োগ এবং ৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার এ অর্থ বরাদ্দ দেয়।

এলজিইডির অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ প্রতিবছর বাড়ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩,৭২৭.৮৭ কোটি টাকা। এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির সাফল্যকে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অনন্য নজির হিসেবে উল্লেখ করেন। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইডব্লিউআরএম) পি. কে. চৌধুরী এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) খন্দকার আলীনূর। সভায় এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের পর্যালোচনা সভা

এদিকে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কাজ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা হাতে নিতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

কাজের গুণগত মান যাতে অক্ষুণ্ন থাকে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পর্যালোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) খন্দকার আলীনূর। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও এলজিইডি সদর দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নবাগত প্রকৌশলীদের ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধনীপর্বে বক্তব্য রাখছেন প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ

নবাগত প্রকৌশলীদের ওরিয়েন্টেশন

এলজিইডির প্রতি সরকার, জনগণ ও উন্নয়ন সহযোগীদের আস্থা বাড়ছে। এলজিইডি বর্তমানে ২৬টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার রয়েছে বিশাল সুদক্ষ জনবল। রয়েছে দেশে-বিদেশে সুনাম। কাজ শেখার জন্য এলজিইডি একটি উৎকৃষ্ট প্রকৌশল সংস্থা। এলজিইডিতে যোগদানকারী সহকারী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলীদের জন্য আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এসব কথা বলেন। নবনিযুক্ত প্রকৌশলীদের স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এলজিইডির চলমান কাজের ধারায় তারুণ্যের যে মিলন ঘটলো তা এ সংস্থার জন্য নতুন মাত্রা যোগ করবে। গত ২৮ জুন ২০১৮ এলজিইডিতে ৯৮ জন সহকারী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী যোগদান করেন। সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে নবাগত প্রকৌশলীদের অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে গত ১ জুলাই ২০১৮ থেকে তিন দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ খলিলুর রহমান নবাগত প্রকৌশলীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, গ্রামে গিয়ে মাটি ও মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। অবকাঠামো নির্মাণের সময় ভাবতে হবে দেশের জন্য সম্পদ নির্মাণ করছি। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ বলেন, কাজ করতে গেলে নানা বাধা আসবে; দক্ষতার সঙ্গে সেসব বাধা মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এলজিইডিকে তিনি একটি স্বপ্নের ঘর হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এ সংস্থাকে নতুন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইডব্লিউআরএম) পি. কে. চৌধুরী বলেন, এলজিইডি নির্মিত গ্রামীণ অবকাঠামো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং এর কর্মপরিধি দিনদিন বাড়ছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) খন্দকার আলীনূর বলেন, পেশাগত উৎকর্ষের জন্য সমসাময়িক বিষয়ে ধারণা রাখতে হবে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এ. কে. আজাদ বলেন, নির্মাণের পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। উদ্বোধনীপর্বে এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন: ফিল্ড ইন্সপেকশন অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম বিষয়ে প্রশিক্ষণ

দেশব্যাপী নির্মিত অবকাঠামোর গুণগত মান পরিবীক্ষণ একটি কঠিন কাজ। কাজটি সহজ করতে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)-এর আওতায় ফিল্ড ইন্সপেকশন এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (এফআইএমএস) শিরোনামে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। এ অ্যাপ্লিকেশনের ওপর পূর্ণাঙ্গ ধারণা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে গত ২৮ ও ২৯ আগস্ট ২০১৮ দুটি ব্যাচে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী এবং সহকারী প্রকৌশলীসহ মোট ৪০ জন এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণে অ্যাপ্লিকেশনের বিভিন্ন দিকের ওপর হাতে-কলমে ধারণা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করে এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) হাবিবুল আজিজ বলেন, এলজিইডি কাজের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করছে। এ অ্যাপ্লিকেশনটি এলজিইডির গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের গুণগতমান পরিবীক্ষণে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। মাঠপর্যায়ে চলমান পূর্ত কাজের গুণগতমান পরিবীক্ষণে এ অ্যাপ্লিকেশনটির ব্যবহার শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে পূর্ত কাজের ছবি, ভিডিও এবং ইন্সপেকশন ফর্ম পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিনিময় করা যায়।

এই অ্যাপ্লিকেশনের বিশেষ দিক হলো এটি ব্যবহার করে সহজে এবং কম সময়ে যে কোনো ফর্ম/টেমপ্লেট তৈরি ও পূরণ করা যায়। এলজিইডির সব সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণে এটি ব্যবহার করা যাবে। এ অ্যাপ্লিকেশনে সংগৃহিত সকল তথ্য ফলোআপ এবং ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য মোবাইল ফোন ও সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা যাবে ।

এলজিইডির প্রয়াত প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক স্থানীয় অফিস পরিদর্শন (সংগৃহীত)

প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক -এর ১০ম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ছিল এলজিইডির সাবেক প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক-এর ১০ম মৃত্যু বার্ষিকী। দেশবরেণ্য প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৪৫ সালে ২০ জানুয়ারি কুষ্টিয়া জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক এবং ১৯৭৭ সালে যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং এর ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বহুমাত্রিক প্রতিভা, কর্মদক্ষতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এ মহান প্রকৌশলী বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের অন্যতম রূপকার। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে তিনি অভূতপূর্ব দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন। সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগ এবং এর সফল বাস্তবায়ন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যায়। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি স্বীয় কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। দেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে যে অবদান তিনি রেখেছেন জাতির কাছে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ছিলেন দক্ষ ব্যবস্থাপক ও উদ্ভাবনী চিন্তায় ঋদ্ধ। তাঁর মেধা-মনন ও চিন্তা-চেতনায় লালিত এ প্রতিষ্ঠানের পেশাগত উৎকর্ষ আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি সরকারের সচিব, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সভাপতি, ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ড এর নির্বাহী পরিচালকসহ ২০০৩-০৪ মেয়াদে গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রথম চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক দক্ষিণ এশিয়ার পল্লি অবকাঠমো উন্নয়নের ইতিহাসে এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে ৩১ আগস্ট ২০১৮ শুক্রবার বাদজুমা এলজিইডি সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।

শোক সংবাদ

এলজিইডির রংপুর বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আফজাল হোসেন গত ১১ অক্টোবর ২০১৮ সকাল ৯ ঘটিকায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক এলজিইডির ৩৩টি উন্নয়ন কাজের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিনাজপুর যাওয়ার পথে তিনি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। গণভবনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ শোক সংবাদটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপিকে অবহিত করেন। এ মৃত্যু সংবাদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। ১২ অক্টোবর ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে মরহুমের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

মোঃ আফজাল হোসেন ১৯৫৯ সালের ৭ ডিসেম্বর নওগাঁ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ১৯৮১ সালে পুরকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৮৪ সালে তৎকালিন এলজিইবিতে উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৫৯ বছর। এ সড়ক দুর্ঘটনায় গাড়ীচালক মোঃ হাফিজুর রহমান গুরুতর আহত হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৫ অক্টোবর ২০১৮ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

এলজিইডির 'বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)' এর আওতায় সদর দপ্তরে কর্মরত অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক/কম্পিউটার অপারেটর নাসরিন বেগম গত ২৪ আগস্ট ২০১৮ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় তাঁর নিজ বাড়িতে (কোটপাড়া কুষ্টিয়া) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। তাঁকে নিজ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এলজিইডির অবসরপ্রাপ্ত হিসাব রক্ষক মোঃ মোজাম্মেল হক গত ১৮ জুলাই ২০১৮ রাত আনুমানিক ২.৩০ টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

এলজিইডির অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ লুৎফর রহমান গত ০৯ জুলাই ২০১৮ বিকাল ৪.৩০ ঘটিকায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি...রাজিউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। আগারগাঁও নিউ কলোনী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ৩ কন্যা রেখে গেছেন।

এলজিইডি সদর দপ্তরে কর্মরত সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন-এর মা আলহাজ্ব জয়নব বেগম গত ১৯ জুলাই ২০১৮ সকাল ৭.০০ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি সাত সন্তানসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

সহকর্মী ও তাদের স্বজনদের মৃত্যুতে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ গভীর শোক প্রকাশ করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনীপর্বে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এ. কে. আজাদ

সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস প্রোগ্রাম: সেতুর তথ্য সংগ্রহ কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ

এলজিইডির সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস প্রোগ্রামের আওতায় ব্রিজ ইন্সপেকশন ও তথ্য সংগ্রহ কৌশলের ওপর এলজিইডি সদর দপ্তরে এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির প্রথম বছরে স্কিম নির্বাচনের জন্য দেশের ৬১টি জেলার গ্রামীণ সড়কের সেতু/কালভার্টগুলোর বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নের জন্য ইন্সপেকশন পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গত ১২-১৪ এবং ২৮-৩০ আগস্ট ২০১৮ দিনব্যাপী ছয় ব্যাচে আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলীসহ মোট ৫৪১ জন এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট আরটিআইপি-২ এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনপর্বে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) নূরমোহাম্মদ বলেন, এলজিইডির আওতাধীন গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক কার্যকর রাখতে এ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় সেতু/কালভার্টসমূহ পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস প্রোগ্রাম কোনো প্রকল্প নয়; এটি মূলত দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি। বিশ্বব্যাংকের প্রোগ্রাম ফর রেজাল্ট (পিফরআর) অ্যাপ্রোচ অনুসরণ করে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, এ প্রোগ্রামের আওতায় স্কিম নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্তক হতে হবে। স্কিম নির্বাচন যথাযাথ না হলে সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদার নিয়োগ 'ত্রুটিপূর্ণ ক্রয়' (মিসপ্রকিউরমেন্ট) হিসেবে চিহ্নিত হবে।

তিনি জানান, স্কিম নির্বাচন বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে একটি পাবলিক কমিটি গঠন করা হবে। চূড়ান্তভাবে স্কিম গ্রহণের ক্ষেত্রে এ কমিটির সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এ. কে. আজাদ বলেন, সড়ক

এরপর পৃষ্ঠা ০৪

পরিকল্পিত নগরায়ণের পথে ঈশ্বরদী পৌরসভা

সংস্কারকৃত একটি সড়ক

ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখার ফলে ঈশ্বরদী পৌরসভার জলাবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে

ঈশ্বরদী রেলস্টেশন থেকে শহরের দিকে যেতে সহজেই চোখে পড়ে প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন সড়ক, ড্রেনে প্রবাহমান পানি, মার্কেট ও সড়কের পাশে স্থাপিত ডাস্টবিন; যার একটিতে 'পচনশীল বর্জ্য' অপরটিতে 'অপচনশীল বর্জ্য' ফেলার বার্তা লেখা রয়েছে। রাতের বেলায় পৌরসভার অলিগলির প্রায় প্রতিটি লাইটপোস্টে বাতি জ্বলছে। পৌরসভার অভ্যন্তরীণ বেশিরভাগ সড়ক খানাখন্দহীন। ছিমছাম এক গোছানো শহর ঈশ্বরদী। এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)-এর সহায়তায় পৌরসভাটি পরিকল্পিত নগরায়ণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

পৌর এলাকায় ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন ও পৌরসভা সংলগ্ন রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ইপিজেডের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় পৌরসভাটির গুরুত্ব আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। এসেছে গতিশীলতা। আধুনিক নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ঈশ্বরদী পৌরসভা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা প্রদানে আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পৌর মেয়র মোঃ আবুল কালাম আজাদ মিন্টু জানান, আগে ঈশ্বরদী পৌরসভায় পাহাড় পরিমাণ সমস্যা ছিল। ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্প সহায়তায় দৃশ্যমান পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে।

বর্তমানে পৌরসভা তৃণমূল পর্যায় থেকে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে তা সমাধানে পদক্ষেপ নিচ্ছে। এ প্রকল্প সহায়তায় পৌরসভায় চুয়াল্লিশ কিলোমিটার সড়ক এবং চৌদ্দ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। তিনি আরও জানান, জুন ২০১৮ পর্যন্ত ত্রিশ কিলোমিটার সড়ক ও আট কিলোমিটার ড্রেন উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়াও শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য স্যানিটারি ল্যান্ডফিল এবং পয়ঃবর্জ্য (ফেকাল স্লাজ) শোধনাগার (এফএসটিপি) নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১০

রোজিনা আক্তার: এক আত্মনির্ভরশীল নারীর সাফল্যগাথা

আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন রোজিনা আক্তার

এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের একটি উপ-প্রকল্পের সদস্য পদ লাভের মধ্য দিয়ে রোজিনা আক্তারের জীবন বদলে যেতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তিনি আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। রোজিনা আক্তার ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার রামভদ্রপুর ইউনিয়নের চরনিয়ামত গ্রামের বাসিন্দা। তার স্বামী এনজিও'তে চাকরি করতেন। স্বামীর স্বল্প আয়ে ছয় সদস্যের পরিবার চালাতে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছিল। আকস্মিকভাবে স্বামীর চাকরি চলে গেলে রোজিনা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। পরিবারপরিজন নিয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে থাকেন। কিন্তু অদম্য সাহস তাকে পরাজিত হতে দেয়নি। শক্ত হাতে তিনি সংসারের হাল ধরেন। এলজিইডির বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খরিয়া নদী উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেডের সদস্য পদ লাভ করেন। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সম্মানীর অর্থ দিয়ে আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করে তিনি আত্মনির্ভরশীলতার পথে হাঁটতে শুরু করেন। প্রকল্প থেকে গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন এবং সবজি চাষ, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা, বীজ সংরক্ষণ, সেলাই কার্যক্রম, জেন্ডার ও উন্নয়ন এবং পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ নেন। এলজিইডির বহুমাত্রিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে তার মনোবল বেড়ে যায়।

রোজিনা আক্তার জানান, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা এবং সম্মানীর অর্থ তাকে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর রোজিনা আক্তার আনন্দ স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পাশাপাশি হাঁস মুরগি, গরু-ছাগল পালন, সবজি চাষ এবং সেলাই মেশিন কিনে ঘরে বসেই কাজ করেন। তিনি কলেজে ভর্তি হন এবং এইচএসসি পাস করেন। রোজিনা আক্তার বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ে পড়ছেন। নিজের অর্জিত অর্থ দিয়ে তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তার সঞ্চিত তিন লক্ষ টাকা দিয়ে স্বামীকে ফার্নিচার ও ক্রোকারিজের দোকান করে দেন। দোকানে বর্তমানে আট লক্ষ টাকার মালামাল রয়েছে। তিনি ৫২ শতক জমিও কিনেছেন। বর্তমানে তাদের সংসারের বার্ষিক আয় প্রায় নয় লক্ষ টাকা। রোজিনা আক্তার জানান, এটা সম্ভব হয়েছে এলজিইডির খরিয়া নদী উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেডের সদস্য হওয়ার সুবাদে। তিনি এখন এলাকায় পরিশ্রমী ও আত্মনির্ভরশীল নারীর আদর্শ প্রতীক হিসেবে পরিচিত। রোজিনা উপ-প্রকল্প এলাকার নারীদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছেন। তাঁর এ সাফল্যগাথা অন্য নারীদের জন্য আশা জাগানিয়া গল্প হয়ে উঠেছে। এ জন্য তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ সেক্টরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ঈশ্বরদী পৌরসভা

৯ম পৃষ্ঠার পর

পানির অপচয় রোধে এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য চারটি উৎপাদক নলকূপ এবং পানির বিলিং-এর জন্য তিন হাজারটি ওয়াটার মিটার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পৌরসভাটি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে রাজস্ব আদায়ের হার প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত পৌরকর আদায়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ৮৮.২৯ ভাগ। একই সঙ্গে, পৌরকর বাদে অন্যান্য খাতে এবং ট্রেড লাইসেন্স খাতেও আদায়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বর্তমান হার শতকরা ৯৯.৫৫ ভাগ। পৌরবাসীকে নিয়মিত রাজস্ব কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে ঈশ্বরদী পৌরসভা করমেলাসহ বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

পৌরসভার সকল কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী ও দরিদ্রজনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া পৌরবাসীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে পৌরসভা থেকে নারীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে এবং দরিদ্র পৌরবাসীর মধ্যে রিকশা বিতরণ করা হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সরকারের রূপকল্প-২০২১ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইউজিআইআইপি-৩ দেশের ৩৬টি পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের দ্বারা টেকসই নগর গড়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

হাওর অঞ্চলে পাকা ফসল

১১ পৃষ্ঠার পর

কিল্লার উপকারিতা প্রমাণিত হওয়ায় হাওর অঞ্চলে নির্ধারিত ২০টি কিল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা সংশোধন করে ২৮টিতে উন্নীত করা হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানান, সব কিল্লা নির্মাণ সম্পন্ন হলে আগাম বন্যা বা আকস্মিক বন্যার হাত থেকে প্রতিবছর হাওর অঞ্চলের কয়েক হাজার মেট্রিক টন ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবে। বর্ষাকালে কিল্লাগুলো পুরোপুরি পানির নিচে ডুবে থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে জেগে ওঠে। পানির নিচে নিমজ্জিত থাকায় বর্ষাকালে হাওরের ঢেউয়ের (আফাল) আঘাতে কিল্লার কোনো ক্ষতি হয় না। পরিবেশের সঙ্গে খাপখাইয়ে কিল্লা নির্মাণ করায় আলাদা কোনো সুরক্ষার প্রয়োজন হয় না। কিল্লার আশেপাশে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা উদ্ভিদগুলো এর ঢালের সুরক্ষা দেয়। অন্য সময়ে কিল্লাগুলো গবাদিপশুর আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় এলজিইডিতে জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ পালিত

জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশু কিশোরদের মাঝে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান

আগস্ট শোকের মাস। এ মাসে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ইতিহাসের এ নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। দিবসটি জাতীয় শোক দিবস। এলজিইডি যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ পালন করে। এই উপলক্ষে প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ-এর নেতৃত্বে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এলজিইডি চত্বরে অবস্থিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিকেলে প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে জাতির পিতার পরিবারের শাহাদাত বরণকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বনানী কবরস্থান জিয়ারত ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে এলজিইডিতে কোরানখানী ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে প্রতিবারের মতো এবছরও শিশু কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রথম পর্যায়ে দেশের ৬৪ জেলায় এলজিইডিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য তিন গ্রুপে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জেলা পর্যায়ের প্রথম স্থান অধিকারীদের নিয়ে বুধবার ১৫ আগস্ট ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান বলেন, জাতির পিতার জীবনাদর্শ আমাদের জন্য পাথেয়; আমাদের প্রেরণার উৎস। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। জাতির পিতা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একত্রিত করে বাঙালীর মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। শিক্ষা প্রসারে তিনি স্বাধীনতা-উত্তর পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিয়েছিলেন। অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে ড. জাফর বলেন, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, জাতির পিতা শৈশব থেকে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি বলেন, এ মহান নেতার ব্যক্তিত্ব ছিল এভারেস্ট শৃঙ্গের মতো উঁচু। আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ। আগামীতে তোমরাই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেবে। এ জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে পারলে, তাঁর চেতনা বুকে ধারণ করতে পারলে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হওয়া যাবে। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ খলিলুর রহমান সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলায় নির্মিত বগির কিল্লা

কিল্লা: হাওর অঞ্চলে পাকা ফসল রক্ষায় এক অনন্য স্থাপনা

হাওর অঞ্চলে বোরো মৌসুমে প্রায়ই আগাম বৃষ্টিপাত শুরু হয়। বৃষ্টিপাতের কারণে এ অঞ্চলের মাটির রাস্তাগুলো ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, বৃষ্টিপাত হলেও নৌযান চলাচলের জন্য এ সময় জমিতে পর্যাপ্ত পানি থাকে না। পরিবহন সমস্যার কারণে কৃষকেরা সহজে ক্ষেত থেকে ধান সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে পাকা ধান প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানে 'হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ)'-এর অন্তর্ভুক্ত জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কিত একটি কার্যক্রম 'ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)'-এর আওতায় মাটির কিল্লা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। হাওরের মধ্যে কোনো সুবিধাজনক স্থান (যেমন- খাসজমি অথবা কৃষকের স্বেচ্ছায় দানে জমি) মাটি ভরাট করে উঁচু করা হয়। কৃষকেরা এসব উঁচু স্থানে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও মজুদ করেন। পরবর্তীতে পানি বেড়ে নৌযান চলাচলের উপযোগী হলে উৎপাদিত ফসল সুবিধাজনক স্থানে পরিবহন করা হয়। নির্মিত এসব উঁচু স্থান কিল্লা নামে পরিচিত। নবনির্মিত কিল্লা হাওর অঞ্চলে ফসলের সুরক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখছে। হিলিপ প্রকল্পের ক্যালিপ অংশ থেকে প্রথম হাওর অঞ্চলে ২০টি কিল্লা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে ৮টি কিল্লা নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। এরমধ্যে হবিগঞ্জ জেলায় চারটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় দুটি, নেত্রকোণা জেলায় একটি এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় একটি কিল্লা নির্মাণ করা হয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার সাল্লা উপজেলায় একটি কিল্লা নির্মাণাধীন রয়েছে। উঠতি ফসল সুরক্ষায় নির্মিত কিল্লার কার্যকারিতা ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় কেবল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ে নির্মিত বগির কিল্লার সাহায্যে ১২৫ মেট্রিক টন ধান সংরক্ষণ ও মাড়াই করা সম্ভব হয়েছে। *এরপর পৃষ্ঠা ১০*

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৮ পালিত

বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সরকার প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে আসছে। এর অংশ হিসেবে গত ১৮ জুলাই ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৮ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮-এর উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮-এর প্রতিপাদ্য ছিল 'সবুজে বাঁচি, সবুজ বাঁচাই, নগর-প্রাণ-প্রকৃতি সাজাই।' এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আহ্বান জানান আসুন, আমরা সবাই মিলে সবুজে-সবুজে দেশটা ভরিয়ে তুলি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পশ্চিম পাশে একটি ছাতিম গাছের চারা রোপণ করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষমেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। এলজিইডি প্রতিবারের মতো এবারও বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৮ এবং

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৮ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮-এর উদ্বোধন শেষে এলজিইডির স্টল পরিদর্শন করেন

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮ এ অংশগ্রহণ করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের উদ্বোধন শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন স্টল পরিদর্শনের একপর্যায়ে এলজিইডির স্টলে আসেন এবং এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। এসময় তিনি এলজিইডির কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার সিস্টেম কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) আশির দশক থেকে দেশব্যাপী পল্লি সড়কের পাশে বৃক্ষরোপণ করে আসছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবেশ ও বজ্রপাত থেকে সুরক্ষার জন্য সড়কের পাশে তালগাছ লাগানো হচ্ছে।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ মেয়াদে

একনেকে এলজিইডির আওতাধীন ৫টি প্রকল্প অনুমোদন

গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ মেয়াদে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ৮০১০.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) আওতাধীন ৫টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক চেয়ারপারসন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একাধিক একনেক সভায় এসব প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়।

অনুমোদন প্রাপ্ত প্রকল্পগুলো হলো- উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো অধিগমন, উন্নত দক্ষতা ও তথ্যের মাধ্যমে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন প্রকল্প; চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর ওপর নির্মিত 'শেখ হাসিনা' সেতুর সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প; জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ড্রেনেজ

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক চেয়ারপারসন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একাধিক একনেক সভায় এসব প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়

ব্যবস্থাসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প। এসব প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো- গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জনগণের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়ন এবং টেকসই ও পরিকল্পিত নগর অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি করা।

উপদেষ্টা : মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** মোঃ খলিলুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd